মায়া

অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতানুসারে পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি ~~অনুসারে~~ ব্রহ্মকে নির্গুণ বলে প্রতিপন্ন করা হয়। তাঁর মতে ব্রহ্ম স্বরূপত: নির্বিশেষ, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব এবং স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত; সুতরাং তিনি নির্গুণ। এই কারণেই বলা হয় ব্রহ্মকে নেতি নেতি দ্বারা অর্থাৎ এই নয়, ও এ নয় এইভাবে উপলব্ধি করতে হয়। তিনি দেশ ও কালের অতীত নিষ্প্রপঞ্চ, নিরপাধিক ও দ্বৈতহীন। তিনি স্বপ্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্য। তিনি স্বপ্রকাশ বলেই দৃশ্য নন অর্থাৎ দৃশ্য বস্তু অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্ম স্বরূপত: সত্য জ্ঞান ও আনন্দ; এগুলি ব্রহ্মের গুণ নয়। এগুলি ব্রহ্মের স্বরূপ এবং ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপম্ — এটি হল ব্রহ্মের স্বরূপ বা পারমার্থিক রূপ। 'ব্রহ্ম পরিপূর্ণ সৎ, অসীম-চৈতন্য, পরম আনন্দ'। আমাদের জীবনের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অর্থাৎ স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা এবং তৃতীয় সমাধি — এই চার প্রকার অবস্থা বিশ্লেষণ করলে জানতে পারি যে, একমাত্র আত্মা বা চৈতন্যই সদা অবস্থিত বলে সত্য। সুতরাং আত্মা বা ব্রহ্ম স্বরূপত: সৎ, চিৎ ও আনন্দ।

এখন প্রশ্ন হল — ব্রহ্ম নির্গুণ হলে তিনি কিরূপে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হতে পারেন? এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সৎ, চিৎ ও আনন্দ — এই তিনটি পদ গুণের অভাব সূচিত করে। যেমন যখন বলা হয় ব্রহ্ম সৎ এর অর্থ হল তিনি অসৎ নন। আর যখন বলা হয় ব্রহ্ম চিৎ, তার অর্থ হল তিনি জড় নন; আবার যখন বলা হয় ব্রহ্ম আনন্দ এর অর্থ হল তিনি দুঃখ স্বরূপ নন।

Scanned with CamScanner

আবার, ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব। তিনি নিত্য শুদ্ধ কারণ তিনি সকল দোষ বর্জিত। তিনি নিত্য বুদ্ধ, কারণ তিনি ~~সকল দোষ বর্জিত~~ জড়ীভূত নন। তিনি নিত্য মুক্ত, কারণ তিনি অসীম।

পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সকল প্রকার দ্বৈত বা বিরোধের অতীত। স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা, সসীম ও অসীম, নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ — এসব পরস্পর বিরোধী অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্রহ্ম এই সকলের ঊর্ধ্বে এক অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ সত্তা।

কালের অবিরাম প্রবাহ এবং জগৎ ও জীবনের নিরন্তর পরিবর্তন আবশ্যিকভাবে স্বীকার করে নেয় যে, এসব পরিবর্তনশীল ও অনিত্য অভিজ্ঞতার অতীত এক নিত্য ও পরম সত্তা বিদ্যমান। সেই পরমসত্তাই হল ব্রহ্ম। সর্বশেষে বলা যায় যে, ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে স্বীকার না করা হয় তাহলে সমগ্র জগৎ অসার ও শূন্যগর্ভ হয়ে পড়বে। এই যুক্তি দিয়ে শঙ্কর ব্রহ্মের অস্তিত্বের তাত্ত্বিক প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। এখন স্বীকার করতে হবে যে, শঙ্কর যখন ব্রহ্মকে নির্গুণ বলেন তখন তাকে শূন্য মনে করলে ভুল হবে। তিনি প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ স্বরূপ ও ভাবপদার্থ। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্ম অভাব শূন্য নয়।

<u>সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর</u> :— ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শঙ্কর এই নির্গুণ ব্রহ্মকেই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নামে অভিহিত করেছেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে মায়া শক্তি বিশিষ্ট মনে করা হয়। মায়ার দ্বারা প্রতিফলিত বা নিয়ন্ত্রিত ব্রহ্ম হলেন ঈশ্বর। এই ঈশ্বরকেই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব ও জগতের অন্তর্যামী রূপে পরমাত্মা রূপে গণ্য করা হয়। অতএব ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে জগতে স্রষ্টা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা বলা যায়, তাঁকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পুরুষোত্তম বলা যায়। এই দৃষ্টিতে ব্রহ্ম এইসব গুণ সমন্বিত বলে প্রতীয়মান হন। তাঁকেই শঙ্কর সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর আখ্যা দিয়েছেন। অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা মনে করি যে, ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা ও ব্যবস্থাপক এবং তিনিই কর্মফল অনুসারে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

Scanned with CamScanner